দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 30 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

বেসরকারী স্কুল ও মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম

আহমেদ দীপু

সুনির্দিষ্ট নিয়োগবিধি অনুসরণ না করায় দেশের বেসরকারী স্কুল ও মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগেচরম অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতি চলছে। এতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব সৃষ্টি হচ্ছে এবং শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ঘটছে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৬ লাখ শিক্ষার্থী নিম্নমানের শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী জীবনে বিপাকে পড়ছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, সারাদেশে ১৮ হাজার বেসরকারী স্কুল ও মাদ্রাসা রয়েছে। এর মধ্যে ১১ হাজার স্কুল ও সাত হাজার মাদ্রাসা। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগবিধির চেয়ে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির ইচ্ছা বা মতামতকেই প্রাধান্য দেয়া হয় বেশি। এক্ষেত্রে এলাকার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরাও পরোক্ষভাবে বিষয়টিকে সমর্থন করে থাকেন। ফলে যোগ্যতর শিক্ষকের চেয়ে বিনা প্রতিযোগিতায় কম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগলাভ করছেন। এছাড়া অধিকাংশ স্কুল-মাদ্রাসা যাদের সম্পত্তির (জমি) উপর নির্মাণ করা হচ্ছে সে পরিবারের দু'একজনকে যোগ্যতা না থাকলেও অবধারিতভাবেই সেখানে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। অনেক সময় স্কুল-মাদ্রাসার জন্য জমির বিনিময়ে চাকরি দেয়ার বিষয়টি নিয়ে দরকষাকষিও চলে। জমির মালিক যদি প্রভাবশালী না হন তাহলে তাঁর পরিবারের কাউকে চাকরি দেয়া হবে না। সেক্ষেত্রে এলাকার মোড়লরা বসে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। যার অংশ হিসাবে এলাকার থানা অথবা জেলার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সামনে শিক্ষক নিয়োগের সাজানো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য সরকারী বিধি অনুযায়ী নিয়োগের আগে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। তবে বিজ্ঞাপন অনুযায়ী খুব কম শিক্ষককেই নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। যদিও কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়, তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে তাঁকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়। পরে সেই শূন্য পদে নিজেদের কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়।

এ ধরনের শিক্ষকদের বেতনেরও ৮০ শতাংশ সরকারকেই বহন করতে হচ্ছে। টাকা খরচ হচ্ছে অথচ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে না। বিষয়টি বিবেচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারী স্কুল ও মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের জন্য সার্ভিস কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেয়। কমিশনকে অনেকটা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো করে সাজানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়। যার মাধ্যমে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। সূত্র জানায়, সার্ভিস কমিশন বছরে এক সঙ্গে সারাদেশের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষকদের নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করবে। যদি নির্বাচিত কাউকে তাৎক্ষণিকভাবে নিয়োগ দেয়া সম্ভব না হয় তাঁকে অপেক্ষমাণ তালিকায় রাখা হবে। পরবর্তীতে জেলাভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হবে। বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে মন্ত্রণালয় সারপত্র তৈরি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠায়। কিন্তু কমিটি বিষয়টি অনুমোদন না করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। এরপর সার্ভিস কমিশন আইন করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবার সারপত্র তৈরি করে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পাঠায়। কিন্তু স্থায়ী কমিটিতে সিদ্ধান্ত না হওয়ার কারণ দেখিয়ে মন্ত্রীও প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন। এতে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগটি নস্যাত হয়ে গেছে বলে সূত্র জানিয়েছে।